যুগান্তর

তারিখ ... 20 APR 2017
পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ... ২

জিম্মি অভিভাবক-শিক্ষার্থী

সুভাষ বড়ুয়া

গত ৪ এপ্রিল যুগান্তরে প্রকাশিত 'শিক্ষকদের কাছে জিম্মি অভিভাবক-শিক্ষার্থী' শিরোনামের দীর্ঘ অনুসন্ধানী প্রতিবেদনটি গুরুত্ব সহকারে পড়েছি। ওই লেখায় আমাদের মতো ভুক্তভোগী হাজারও অভিভাবকের মনের কথাই যেন প্রকাশ পেয়েছে। অভিভাবক-শিক্ষার্থীরা শুধু শিক্ষকদের কাছে নয়, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পরিচালনা কর্তৃপক্ষের কাছেও জিম্মি। যা হোক, সময়োপযোগী ও অতি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবেদনটি প্রকাশের জন্য যুগান্তরের সম্পাদক ও সংশ্লিষ্ট প্রতিবেদককে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এ প্রসঙ্গে একজন অভিভাবক হিসেবে আমার তিক্ত অভিজ্ঞতা ও অনুভূতি আংশিক তুলে ধরতে চাই।

আমার মেয়ে ঢাকার মিরপুরে একটি বেসরকারি স্কুলে ৭ম শ্রেণীতে অধ্যয়ন করছে। স্কুলের মাসিক বেতন ১৩০০ টাকা। এছাড়া মাসিক বা অন্যান্য পরীক্ষা বাবদ আরও ২০০ টাকা করে নেয়া হয়। সরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে কয়েকগুণ বেশি মাসিক বেতন নেয়া হলেও শ্রেণীকক্ষে পাঠদানের ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট স্কুল কর্তৃপক্ষের কোনো মাথাব্যথা নেই। তবে পরীক্ষায় কাঙ্ক্ষিত নম্বর পেতে ব্যর্থ হলে যে কোনো সময় বিদ্যালয় থেকে ছাড়পত্র দিয়ে বের করে দেয়ার হুমকি আছে। আমার মতো অনেক অভিভাবকই চান তাদের সন্তানদের ভালো শিক্ষায় গড়ে তুলতে। কাজেই আমার মেয়ে শ্রেণীকক্ষে সন্তোষজনক পাঠদান না পাওয়ায় নানা ঝুঁকি সত্ত্বেও বিদ্যালয়ের সামনে গড়ে ওঠা কোচিং সেন্টারে মেয়েকে

পড়াতে দিয়ে মাসিক প্রায় ২৫০০ টাকা অতিরিক্ত খরচ করতে বাধ্য হচ্ছি। অথচ আমি একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের স্বল্প বেতনের চাকরিজীবী মাত্র।

প্রতিবেদক তার ওই প্রতিবেদনে বিভিন্ন বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে উল্লেখ করেছেন এবং কী কী কারণে কোচিং বাণিজ্য উৎসাহিত হচ্ছে তাও সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন। কিছু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা (পিইসি, জেএসসি, এসএসসি, এইচএসসি) সামনে রেখে বাধ্যতামূলক কোচিংয়ের নামে আরও অর্থ উপার্জনের প্রতিযোগিতায় নেমে পড়ছে। উচ্চ হারে মাসিক বেতন, উচ্চ হারে বাধ্যতামূলক কোচিংয়ের ফি দিয়ে কাঙ্ক্ষিত পাঠদান পাওয়া গেলে তো আর বাইরে কোচিংয়ে বা ব্যাচে পড়ানোর দরকার পড়ত না। আর শিক্ষার্থীদেরও বলির পাঁঠা হয়ে এই কোচিং, সেই কোচিং বা ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের ব্যাচের পেছনে সারাদিন দৌড়াতে হতো না।

এমনিতেই বোর্ডের দেয়া অগণিত পাঠ্য বিষয়ের পঠন সামাল দিতে গিয়ে শিক্ষার্থীদের সোনালি শৈশব অগোচরেই হারিয়ে যাচ্ছে। প্রশ্ন জাগে, বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থা কি ক্রমেই শিক্ষার্থী-অভিভাবকদের জন্য জগদ্দল পাথর হয়ে উঠছে?

সুভাষ বড়ুয়া : *একজন অভিভাবক, মিরপুর, ঢাকা*

ব্যানবেইস
পরিচালকের কার্যালয়
প্রাপ্তি নং.....
তারিখ.....

চীফ, পরিসংখ্যান বিভাগ	
চীফ, ডি.এল.পি বিভাগ	
সিস্টেম এনালিষ্ট	
সিস্টেম ম্যানেজার	
প্রশাসনিক কর্মকর্তা	
পি.এ.	

কার্যার্থে/জ্ঞাতার্থে
স্বাক্ষর